দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার ০৫ মাঘ ১৪১৮ ■ ১৮ জানুয়ারি ২০১২

পরিবেশ

জলবায়ুর ভারসাম্য বজায় রাখতে করণীয়

অধ্যাপক ড. এম. আজিজুর রহমান

বিশ্বজুড়ে তাপমাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিদিনই বাড়ছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা। অনেকের মতে তাপমাত্রা ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতার পরিবর্তন স্বাভাবিক নয়। জলবায়ুর এই অস্বাভাবিক পরিবর্তনের জন্য মানব সভ্যতাকে দায়ী করেছেন অনেকে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বের মানুষ ও জীবজগতের উপর। এই অসম পরিবর্তনের ফলে প্রভাবিত হচ্ছে বাংলাদেশের বৃষ্টি, বন্যা, খরা, সাইক্লোন, নদীভাঙ্গন ও লবণাক্ততা। জলবায়ুর এই পরিবর্তন কারোরই কাম্য নয়। অনেকের মতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বে অনেক স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটছে। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশের কথা বলা যায়, যেখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি। ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটারের আয়তনের ভূখন্ডের বাংলাদেশে জনসংখ্যা ১৬ কোটি ২২ লাখ ২৭ হাজার। বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১,০৯৯ জন লোক বাস করে। মানুষ শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে অক্সিজেন গ্রহণ করে আর কার্বনডাই অক্সাইড ত্যাগ করে। অতিরিক্ত জনসংখ্যার ফলে অতিরিক্ত অক্সিজেন গ্রহণ ও অতিরিক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিত্যাগের ভারসাম্যতা জলবায়ুর ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশের বনজ সম্পদ যতটুকু থাকার কথা ততটুকু নেই এবং এর পরিমাণ ২৫ শতাংশের কম। অধিকন্তু এখানে অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় যেমন গাছ কাটা, নিধন, বন উজাড় ক্রমাগত বাড়ছে। বাংলাদেশের ভূমি মোটামুটি সমতল। নিম্ন উপকূলীয় এলাকা, নদী, বাঁধ ও চাষযোগ্য আবাদি জমি নিয়ে এ সমতল ভূমির উল্লেখযোগ্য অংশ বিস্তৃত। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন-ঝড়, খরা, বৃষ্টিপাত, বন্যা ইত্যাদি ঘটে থাকে। অনেকের মতে বিশ্বব্যাপী শিল্পায়নই জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী। এটা হতে পারে উন্নত দেশগুলোর কাছ থেকে শিল্পায়নে অনুন্নত উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষতিপূরণ আদায় করার কৌশল হিসেবে শিল্পায়নকে অন্যতম কারণ হিসেবে দাঁড় করানো। আসলে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য কারা দায়ী? বাংলাদেশ এখনও একটি কৃষিভিত্তিক ও শিল্পে অনুন্নত দেশ। জনসংখ্যার ঘনত্ব খুব বেশি হওয়ার কারণে এ বিষয়টা জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার ক্ষেত্রে খুবই কম মাত্রায় সাহায্য করছে। বিশ্বের মধ্যে বিশেষ করে ঢাকাতে জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি, ১,৬০০ (=৪০×৪০) বর্গকিলোমিটারের ছোট একটি এলাকায় প্রায় ১৫ মিলিয়ন বা দেড় কোটি লোকের বসবাস। তার মানে ঢাকাতে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৯,৩৭৫ জন লোক বসবাস করে। মোট কথা বাংলাদেশ বিশেষ করে ঢাকা বেশি পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। মাছসহ কিছু জলজ প্রাণী উল্লেখযোগ্য হারে কমে যাচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। বাংলাদেশের দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় ইতোমধ্যে ৫০টিরও বেশি মাছের প্রজাতি হারিয়ে যাচ্ছে জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে। বেশি মাত্রায় অনাকাঙ্ক্ষিত ঘূর্ণিঝড়ের কারণে আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে জলোচ্ছ্বাস হয়। অতি সম্প্রতি ঘটে যাওয়া সিডর ও আইলা তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ঘূর্ণিঝড় ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের মানুষরা বেশি মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকাগুলোর বেড়ীবাঁধের উচ্চতা কমপক্ষে ১৮ ফুট বাড়াতে হবে। এ কাজগুলো করতে অর্থবছরে প্রচুর বাজেট দরকার যা সরকারের সামর্থ্যের বাইরে। সম্প্রতিকালে একটি প্রাপ্ত তথ্য মতে মাটির নীচে পানিস্তরের উচ্চতা দিন দিন কমে যাচ্ছে। তাপমাত্রা বাড়ছে, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের এই সব ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে বাংলাদেশের মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের উপর। পদ্মা, গোমতি, তিস্তাসহ বাংলাদেশের নদীগুলো ইতিমধ্যে শুকিয়ে যাচ্ছে। নদীগর্ভের চর এলাকা দিন দিন বাড়ছে। উত্তরবঙ্গের (বাংলাদেশ) কিছু নদী ইতোমধ্যে হারিয়ে গেছে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলো মরুভূমিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলা করা যেমনি গুরুত্বপূর্ণ তেমনি অনেক কঠিনও। জাতিসংঘই পারে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় কার্যকরি পদক্ষেপ নিতে। বিভিন্ন সাহায্যকারী সংস্থাগুলোর সহযোগিতায় সরকারের যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

[লেখক : উপাচার্য, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা]